ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 171 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩২৭ ● কলকাতা ● ১৯ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● শনিবার ● ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

রেজিনগরে বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের মঞ্চ তৈরি শুরু, নামল কেন্দ্রীয় বাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রেজিনগর: বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের কাজ শুরু হল মুর্শিদাবাদের রেজিনগর এলাকায়। অপরদিকে উত্তেজনা থেকে যাতে কোন গোলমাল সৃষ্টি না হয় তার জন্য শুক্রবার দুপুর থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল দিতে শুরু করেছে।ভরতপুরের সাসপেন্ড তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর তাঁর লোকজন নিয়ে শুক্রবার সকাল থেকেই রেজিনগরের ছেতিয়ানী ১২ নং জাতীয় সড়কের পাশেই মঞ্চ তৈরীর কাজ শুরু করেছে।

শুক্রবার প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চের শুনানির সময় আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এর ফলে সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে । তাই রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সবার আগে দরকার। রাজ্যের পক্ষ থেকে অবশ্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। টহল দিচ্ছে বাহিনী বলে আদালতে জানানো হয়েছে। অপরদিকে কেন্দ্রের দাবি, ১৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ৬ ডিসেম্বর

এরপর ৫ পাতায়

পর্ব 134

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তারপর উত্তরদিকে বসতেন, শক্তি গ্রহণ করতেন ও বীজকে শক্তি দিতেন। তারপর আটদিন বাদে দেখা গেল, যে বীজে নিয়মিত শক্তি দিতেন সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে তাতে পাতাও বেরিয়ে এসেছে, যখন দ্বিতীয় বীজ সামান্য অঙ্কুরিতও হয়নি।

গুরুদেব বললেন, "দেখ, চারদিক থেকে শক্তি গ্রহণ করার জন্য এক সন্তুলিত শক্তি থেকে এই বীজের শীঘ্র বিকাশ হয়েছে।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE • 24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

লক্ষ লক্ষ যাত্রীর ভোগান্তির পর ঘুম ভাঙল কেন্দ্রের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইন্ডিগোর কর্মী সংকট ভারতজুড়ে বিমান পরিষেবাকে ব্যাহত করেছে। এখনও পর্যন্ত, এই সংস্থাটি দেশব্যাপী ১,০০০টিরও বেশি ফ্লাইট বাতিল করেছে। ভারতের প্রতিটি বিমানবন্দরে মানুষের মাথা আর লাগেজ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দিল্লি ও চেন্নাইয়ে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্ডিগো পরিষেবা।প্রতিদিন প্রায় ২,৩০০টি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চলাচল করে ইন্ডিগোর। এয়ার ইন্ডিয়ার থেকে টিকিটের দাম তুলনামূলক কম বলে বহু মানুষ এই সংস্থার ফ্লাইটে যাতায়াত করেন। সেই পকেট ফ্রেন্ডলি বিমান সংস্থার পরিষেবার ক্ষেত্রে এমন বিপর্যয় ঘটায় হতবাক সকলেই। সূত্রের খবর, আগামী ১০ ফেব্রুয়ারির আগে এই সমস্যার সমাধান হবে না।এর মধ্যেই হঠাৎ যেন ঘুম ভাঙল কেন্দ্রের। সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শনিবারের মধ্যে ফ্লাইটের সময়সূচী সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে হবে। আর তাই সোমবার থেকে একেবারে স্বাভাবিক অবস্থায় ইন্ডিগো পরিষেবা ফিরে আসার সম্ভাবনা প্রবল ।

শুক্রবার এক বিবৃতিতে অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু জানান, ইন্ডিগো পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন এই সমস্যার সৃষ্টি হল তা জানতে চাওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। পাইলট এবং ক্রুদের পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (FDTL)- এর কিছু নিয়ম স্থগিত করার যুক্তিসঙ্গ কারণ তুলে ধরে নাইডু বলেন, যাত্রীদের স্বার্থ এবং নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না।

অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রীর কথায়, “স্বাভাবিক বিমান পরিষেবা দ্রুত শুরু করা এবং যাত্রীদের সমস্যার সমাধানের জন্য বেশ কিছু কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ খুব তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত করা হবে। আমরা আশা করি যে আগামীকাল থেকে ফ্লাইটের সময়সূচী স্বাভাবিক হতে শুরু করবে। সেই সঙ্গে আগামী তিন দিনের মধ্যে পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে স্থিতিশীল হয়ে যাবে বলে আশা করছি।”

দিল্লির ২২৫টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। বেঙ্গালুরু ১০২টি ফ্লাইট বাতিল করেছে। মুম্বই থেকে ১০৪টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।হায়দরাবাদের ৯২টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। পুনে থেকে ৩২টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। বিমানবন্দরে আটকে থাকা যাত্রীরা এই পরিস্থিতিকে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল বলে বর্ণনা করেছেন। অনেকেই জানিয়েছেন এই যে পর পর ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে তা নিয়ে কাউকে কিছু জানানো হয়নি।

ইন্ডিগো বিমান পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়া নিয়ে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু'র বিবৃতি

নয়াদিল্লি, ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৫

বিমান চলাচল, বিশেষ করে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের বিমান চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক জরুরি অগ্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ফ্লাইট ডিউটি টাইম বেঁধে দেওয়া নিইয়ে ডিজিসিএ – এর নির্দেশ মুলতবি রাখা হয়েছে। বিমান নিরাপত্তার সঙ্গে কোনোরকম আপস না করে যাত্রী স্বার্থে, বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক, ছাত্রছাত্রী, রোগীদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে সঠিক সময়-নির্ভর বিমান পরিষেবার উপর নির্ভরশীল তাদের দিকে

তাকিয়ে এই পদক্ষেপ।

এছাড়াও, যাত্রী স্বার্থে বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামীকালের মধ্যে স্বাভাবিক পরিষেবা পুনর্বহাল করা যাবে বলে আমরা আশা করছি। আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যাবে। যাত্রী সহায়তার দিকে নজর রেখে,

এরপর ৬ পাতায়

তালসারিতে ৫০ কুইন্টালের 'সমুদ্রদানব' জল থেকে উঠে আসতেই উৎসুক জনতার ঢল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ওড়িশার বালেশ্বর জেলার ভোগরাই ব্লকের তালসারি সমুদ্রতটে বৃহস্পতিবার গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে তৈরি হয় চাঞ্চল্য। সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে তীরে উঠে আসে এক বিশাল হাঙ্গর।দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০ ফুট এবং ওজনে ৫০ কুইন্টালেরও বেশি। এমন দৈত্যাকার হাঙ্গর তালসারী অঞ্চলে এর আগে প্রায় দেখা যায়নি বলেই জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। মৎস্যজীবীদের কথায়, পাঁচ জন জেলে ভুটুভুটি নিয়ে উপকূল থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরে মাছ ধরতে গেলে জালে আটকে যায় এই বিশাল 'সমুদ্রদানব'।বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এটি সম্ভবত অত্যন্ত বিরল প্রজাতির হাঙ্গর, যাদের সাধারণত গভীর সমুদ্রে পাওয়া যায়। কী কারণে এটি উপকূলের এত কাছে চলে এল এবং কীভাবে জালে আটকে পড়ল,তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তালসারির সমুদ্রতট এখন উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু। পর্যটকদের ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে প্রশাসনও।প্রকৃতির এই বিরল দৃশ্য-যা বহু বছর ধরে মনে রাখবে তালসারির উপকূলবাসী।প্রথমে দূর থেকেই তাঁরা বোঝেন কিছু একটা অস্বাভাবিক ও বিপজ্জনক জালে ধরা

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

রেজিনগরে বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের মঞ্চ তৈরি শুরু, নামল কেন্দ্রীয় বাহিনী

শনিবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের কথা ঘোষণা করেছিলেন হুমায়ুন কবীর। তিনি এও জানিয়েছিলেন, মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি তৈরি আছে। এরপর থেকেই শাসক দলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বেড়েছে। বৃহস্পতিবার হুমায়ুনকে দলবিরোধী কার্যকলাপের জন্য সাসপেন্ড করা হয়।এদিকে ,শনিবার যখন রেজিনগরে বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান হবে ,সেই সময় কলকাতায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সম্প্রীতি সভা করবে তৃণমূল কংগ্রেস।নাম না করে বহরমপুরের সভা থেকে ভরতপুরের বিধায়ককে একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, “একটি ধান পচে গেলে সরিয়ে দিতে হয়। না হলে বাকিগুলো পচে যায়। সরিয়ে দিলে দেশ, রাজ্য সবই চলবে।” মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, “কেউ টাকা খেয়ে ইলেকশনের আগে বিজেপির তাঁবেদারি করে, ওরা আসলে দেশের শত্রু। নির্বাচনের দু'মাস আগে থেকে এই সকল রাজনীতি করে ওরা।”শেষ পর্যন্ত মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের এই প্রস্তাব যে সংবিধান বিরোধী তা জানিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন আইনজীবী সব্যসাচী চক্রবর্তী। অবশেষে এই মামলারই রায় ঘোষণা হল শুক্রবার। শুনানিতে হাইকোর্ট জানিয়ে দিল বাবরি মামলায় হস্তক্ষেপ করবে না।এদিকে,বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ নিয়ে যাতে কোনরকম আইনশৃঙ্খলার অবনতি না হয় তার জন্য এলাকায় শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল। ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক শুক্রবারও সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয় জানিয়ে দিয়েছেন শনিবার রেজিনগরে বাবরি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হবে। বহরমপুর থেকে রেজিনগর ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হবে। তিনি আগাম রেজিনগর সহ বেলডাঙ্গা এবং স্থানীয় প্রশাসনকে ইমেইল করে লক্ষ লক্ষ মানুষ যে আসবেন তা জানিয়ে দিয়েছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ আসবেন। পুলিশ অনুমতি না দিলেও এই অনুষ্ঠান তিনি করবেন।

শনিবার সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তিনি রেজিনগরে উপস্থিত থাকবেন। প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ করে হুমায়ুন কবীর বলেন, সুন্দরবন থেকে মেখলিগঞ্জ, হুগলি থেকে বহরমপুর সব জায়গার মানুষ হাজির হবেন শনিবার। রেকর্ড পরিমাণ ভিড় হবে। এই অনুষ্ঠানে কোন রাজনৈতিক বার্তা থাকবে না। ইসলাম ধর্মকে সামনে রেখে কোরান পাঠ করে বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। মঞ্চ তৈরি করে সেখান থেকে মাননীয় অতিথিরা ইসলাম ধর্মকে সামনে রেখে বার্তা দেবেন। কোনও রাজনৈতিক কুৎসা করা হবে না। এই অনুষ্ঠানটি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবে। এই বাবরি মসজিদ তৈরি করতে চেয়েছেন বলে তাঁকে তৃণমূল কংগ্রেস সাসপেন্ড করেছে এই অভিযোগ তুলে হুমায়ুন কবীরের দাবি, তিনি যে অনুষ্ঠানটি করতে যাচ্ছেন তা মুসলমানদের আবেগ। এর সঙ্গে কোন রাজনীতি নেই। আইনশৃঙ্খলা সুস্থ রাখা পুলিশের এবং স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব। কত মানুষ তার সঙ্গে আছে শনিবার প্রমাণ হয়ে যাবে। বহরমপুর এবং মুর্শিদাবাদ জেলার প্রশাসন তথা পুলিশকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে হুমায়ুন কবীরের বার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে পুলিশের একাংশ নানা ভাবে তোলা তুলছে। নানা ধরনের অনৈতিক কাজ করছে।

কোন প্রতিবাদ নেই। বহরমপুর পুলিশ তাকে অনুমতি দিক অথবা মুর্শিদাবাদের প্রশাসন তাকে সমর্থন করুক বা নাই করুক তিনি শনিবারে বাবরি মসজিদ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের শুভ সূচনা করবেন যে কোন ভাবেই। এটা তাঁর এক বছর আগের ঘোষিত কর্মসূচি। এরপর সোমবার তিনি বিধানসভায় গিয়ে তাঁর পদত্যাগপত্র অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকলে তাঁর হাতে তুলে দেবেন বলে শুক্রবার ফের সাংবাদিকদের জানিয়ে দেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আর নেই বলে তিনি জোরের সাথে দাবি করেন।

এদিকে,মুর্শিদাবাদের বাবরি মসজিদ নিয়ে মামলায় হস্তক্ষেপ করল না আদালত। কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব রাজ্যের উপর ছেড়েছে। মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ নির্মাণ নিয়ে উত্তাল হয়ে রয়েছে বঙ্গ। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, বাবরি মসজিদ নির্মাণে আর কোনও বাধা নেই। বরং এই বিষয়টি রাজ্য সরকার দেখবে। তাই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলায় কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চের দেওয়া এই রায় সামনে আসার পর উত্তেজনার পারদ ছড়িয়েছে। সেই সঙ্গে রাজ্যে যাতে আইন-শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেই বিষয়টিও দেখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই বেলডাঙ্গায় বাহিনী মোতায়েন করেছে রাজ্য সরকার।

সম্পাদকীয়

নিজের গাড়িতেই পুতিনকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে মোদি

ভারত সফরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেবল তাই নয়, নিজের গাড়িতেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলেন ৭ লোককল্যাণ মার্গের উদ্দেশে। এই 'গাড়ি-কূটনীতি'কে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।এদিনের দৃশ্য দেখে অনেকেরই মনে পড়ছে গত সেপ্টেম্বরের কথা। সেই সময় এসসিও সামিটে যোগ দিতে চিনের তিয়ানজিনে গিয়েছিলেন মোদি ও পুতিন। তখনও দু'জনকে দেখা গিয়েছিল এক গাড়িতে। প্রসঙ্গত, 'অর্গানাইজার'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে গত ৩১ আগস্ট পুতিনের গাড়িতে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। প্রায় ৪৫ মিনিট রুশ প্রেসিডেন্ট এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী একসঙ্গে ছিলেন। শোনা যায়, ওই ৪৫ মিনিট সময় কাটানো নাকি তাঁর পূর্বনির্ধারিত সূচিতেও ছিল না। পুরোটাই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য শেষ মুহূর্তে ঠিক করা হয়। প্রশ্ন ওঠে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কি খুনের ছক কষেছে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ! বলা হয়, ওইদিন মোদি যদি পুতিনের সঙ্গে না থাকতেন, তাহলে অঘটন ঘটে যেতে পারত।প্রসঙ্গত, সাধারণত কোনও রাষ্ট্রনেতা এদেশে এলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বিমানবন্দরে হাজির থাকেন বিদেশমন্ত্রকের কোনও উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি। কিন্তু 'বন্ধু' পুতিনের জন্য প্রোটোকল ভেঙে নিজেই বিমানবন্দরে চলে আসেন মোদি। এখানেই শেষ নয়। সাধারণত দুই রাষ্ট্রনেতার ভিন্ন গাড়িতেই যাওয়ার কথা। এক্ষেত্রেও দেখা গেল ব্যতিক্রম। নিজের গাড়িতেই পুতিনকে নিয়ে নিজের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলেন মোদি।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(সাতাশতম পর্ব)

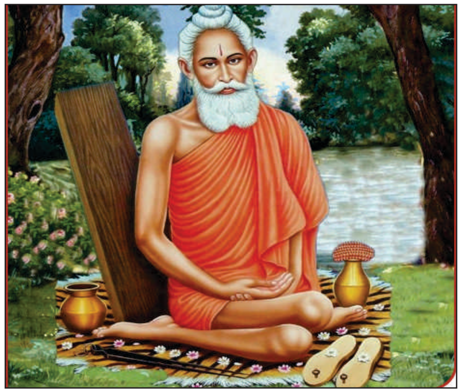

সমাধিস্থ হন জানকীনাথ ব্রহ্মচারী।এই ধরণের অভিজ্ঞতার কথা প্রায়ই শোনা যায়- “ 'আমি যখন আমার সৃষ্টিকর্তার কথা চিন্তা করি, যখন তার কাছে প্রার্থনা করি তখন আমার মনে এক অন্যরকম শান্তি অনুভূত হয়। জীবনে চলার পথে প্রতিটা মুহূর্তে তাকে স্মরণ করলে একটা শক্তির অনুভূতি হয়, এই মানসিক শান্তি আমি অন্য

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

তালসারিতে ৫০ কুইন্টালের 'সমুদ্রদানব' জল থেকে উঠে আসতেই উৎসুক জনতার ঢল

পড়েছে। পরে হাঙ্গরটিকে জালে তুলতেই তাঁরা অবাক- ওজন এতই বেশি যে নৌকায় ও জালে ভারসাম্য রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।তীরে টানার চেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু বিপুল ওজনের কারণে ভুটুভুটিতে বেঁধে উপকূলে আনা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

খবর পেয়ে শতাধিক স্থানীয় মানুষ ঘটনাস্থলে এসে টানাটানি শুরু করেন। একসঙ্গে বহু হাত লাগিয়েও হাঙ্গরটিকে বালিয়াড়িতে তোলা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত রাতের জোয়ার চড়তেই ঢেউয়ের সাহায্যে তীরে উঠে আসে দৈত্যাকার মাছটি।শুক্রবার ভোর হতেই তালসারির সৈকতে উপচে পড়ে ভিড়। পর্যটক ও স্থানীয়রা ছুটে এসে মোবাইলে ছবি, ভিডিও তুলতে শুরু করেন। এত বড় হাঙ্গর সামনে দেখে অনেকেই হতবাক, কেউ আবার ভয়ে-শিউরে ওঠেন। মুহূর্তে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে দৃশ্যটি।পরে বনদফতরের আধিকারিকরা পৌঁছে হাঙ্গরটির প্রাথমিক পরীক্ষা শুরু করেন।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

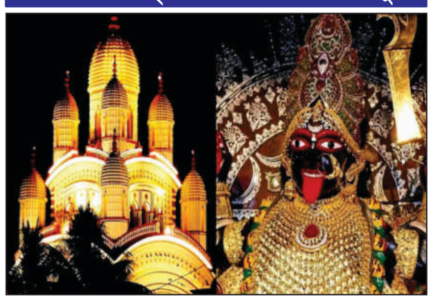

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মূল হাত অবশ্য চব্বিশটি, এক এক দিকে বারটি করিয়া। এই হাতের রং আবার ভিন্ন ভিন্ন। দক্ষিণ দিকে নীল বর্ণের চারিটি হাতে বজ্র, অসি, ত্রিশূল ও কর্ত্রি থাকে; চারিটি রক্তবর্ণের হাতে অগ্নি, শর, বজ্র এবং অঙ্কুশ থাকে;

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পুরুষ দিবস

(প্রথম পর্ব)

ড.সোহিনী চক্রবর্তী

পুরুষ সে তো সর্বদা কঠোরতার প্রতীক। সমাজ যেমন নারী মানে কোমলতা, তেমনি পুরুষ মানে রুক্ষতা—চোখে জল না আসার এক প্রতীকী। সে হাসে কম, কথা বলে কম, অনুভব করে কম। শক্ত পেশি, দৃঢ় কাঁধ, দৃঢ় মশাল হাতে—পুরুষের সেই চিত্র সমাজের চেনা এক প্রতিচ্ছবি। কিন্তু আদতে পুরুষের হৃদয়েও নরম একটি অংশ লুকিয়ে থাকে, যেটা প্রায় সময় অদেখা থেকে যায়। গত ১৯ নভেম্বর ছিল আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস।পুরুষ দিবস প্রতিদিনের পুরুষকে এক অন্য চোখে দেখার সুযোগ দেয় — যে পুরুষ শুধুমাত্র শাসক নয়, কোমল হৃদয়েও তার ঘর রয়েছে।

আজকের পৃথিবীতে পুরুষত্বের সংজ্ঞা বদলেছে। শুধুই বল নয়, এর সঙ্গে যোগ হয়েছে কোমলতা, দায়িত্ব, সহমর্মিতা এবং মানবিক বোধ। আর সেই বদলে যাওয়া পুরুষত্বের এক উজ্জ্বল মুখ হলো—আদিত্য তিওয়ারি। সালটা ছিল ২০১৪।আদিত্য তিওয়ারি তখন পুণের এক বহুজাতিক IT কোম্পানিতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত।আর ৫জন সাধারণ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের মত তারও জীবন কাটছিল অফিসে প্রজেক্টে ব্যস্ততায়। একদিন অফিসের একটি CSR প্রোগ্রামে আদিত্য ও তার কিছু সহকর্মী যান একটি অনাথাশ্রমে শুধুই আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসেবে, কর্মীদের সামাজিক দায়িত্ব কর্মসূচির একটি দিন।

সেই অনাথাশ্রমেই তাঁর জীবন বদলে যায়।সেখানে শিশুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ে একটি কোণে বসে থাকা ছোট্ট ছেলে—মুখে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা, চোখে জল মাখা ভয়, আর ভেতরে অচেনা কৌতূহল।যেন ঘরবর্তি শব্দের মাঝে একা একটি নক্ষত্র জ্বলছে নিজের মতো করে।

আশ্রমের কর্মীদের থেকে তিনি জানলেন—ছেলেটির নাম বিন্নি।জন্ম থেকেই Down Syndrome আক্রান্ত বাচ্চাটি।তার এই জন্মগত ত্রুটির জন্য তার নিজের পরিবার তাকে গ্রহণ করেনি। বিশেষ চাহিদা থাকার কারণে কেউ তাকে দত্তক নিতেও আগ্রহ দেখায়নি। তাই সে পড়ে ছিল অনাথাশ্রমের চার দেয়ালের মধ্যে, যত্নের অভাবে নয়—কিন্তু 'পছন্দ না হওয়ার' তকমায়।

আদিত্য সেই দিনের কথা বহুবার বলেছেন—

"অনেক শিশু ছিল, কিন্তু এই এক শিশুর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, আমি ওকে ফেলে যেতে পারব না।"

যদিও তখনও তিনি ভাবতে পারেননি, এই শিশুটি তাঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে।

কিন্তু সেই প্রথম দেখা—ছিল ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় বাঁক। পরদিন অফিস থেকে ফেরার পথে অদ্ভুত টান অনুভব করলেন তিনি। মনে হচ্ছিল, কিছু একটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তাই সপ্তাহ শেষে আবার চলে গেলেন অনাথাশ্রমে।বিন্নি তাঁকে দেখে প্রথমে চমকে উঠেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ছোট্ট হাত বাড়িয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এল। সেই মুহূর্তটিই আদিত্যর ভেতরে জন্ম দিল এক অদ্ভুত অনুভূতির—

"আমি এই শিশুর জন্য কিছু করতে চাই। শুধু today নয়—forever." ধীরে ধীরে সম্পর্ক গড়ে উঠতে লাগল।বিন্নি তাকে চিনে নিতে লাগল।

আদিত্য অনুভব করলেন—এই শিশুটি পৃথিবীর কাছে 'অপ্রিয়', কিন্তু তার কাছে সে অমূল্য।

চাকরি, ব্যস্ততা, জীবনের প্রতিযোগিতা—সব কিছুর মাঝে তিনি বুঝলেন, এই শিশুর একমাত্র দরকার একটি পরিবার, একটি বুকে মাথা রেখে ঘুমানোর ঘর, আর নিঃশর্ত ভালোবাসা।এই উপলব্ধিই তাকে দাঁড় করায় তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তের সামনে—তিনি শিশুটিকে দত্তক নেবেন।

এরপর শুরু হলো তার এক অসম্ভব লড়াই।ভারতে একক পুরুষের জন্য শিশু দত্তক নেওয়া সহজ জিকাজ নয়। আইন অনুযায়ী _সিঙ্গেল পুরুষ ২১ বছরের নিচে কোনো মেয়ে শিশুকে দত্তক নিতে পারে না,

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন পৃথক নথি, স্বাস্থ্য মূল্যায়ন, আদালতের অনুমোদন আর অনাথাশ্রমের অভ্যন্তরীণ অনেক বাধা পেরোতে হয় তাকে।

আদালতে তার দেওয়া প্রথম আবেদনটি সরাসরি খারিজ করা হলো।কারণ?"একক পুরুষ হওয়া", "অতিরিক্ত দায়", "শিশুটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন হওয়ায় অতিরিক্ত ঝুঁকি", এমনকি বলা হল—

"আপনি তরুণ, ভবিষ্যতে বিয়ে করলে স্ত্রী গ্রহণ করবে তো?"এই সব প্রশ্ন শুনে একসময় হতাশ হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল।কিন্তু আদিত্য থামলেন না।বরং লড়াই আরও জোরালো করলেন।

তিনি একের পর এক দরজায় কড়া নাড়লেন—

সরকারি অফিস, আদালত, দত্তক সংস্থা, শিশু কল্যাণ সমিতি—যেখানে দরকার তিনি গেছেন।

এ সময় তাঁর পরিবারও প্রথমে দ্বিধায় ছিল ছেলের এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে যা প্রথাগত সমাজের থেকে কিছু বিচ্ছিন্ন। আর তার

ক্রমশঃ

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

হুমায়ুনের বাবরি মসজিদের অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে সীমান্ত টপকানোর চেষ্টা ৩০০ বাংলাদেশি জঙ্গি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: আগামী ৬ ডিসেম্বর তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে হিযবুত তাহরীর ও আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের প্রায় ৩০০ সদস্য সীমান্ত টপকানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ওই জঙ্গিরা চাঁপাই নবাবগঞ্জ সীমান্তে জামায়াতে ইসলামীর সন্ত্রাসী শিবিরে জড়ো হয়েছে।জাহিরের ঘুরে যাওয়ার পরেই চাঁপাইনবাবগঞ্জে একাধিক জঙ্গি শিবির চালু হয়েছে। মূলত সীমান্ত টপকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে নাশকতা চালানোর উদ্দেশেই ওই শিবির চালু হয়েছে। বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়ে পুলিশের উপরে হামলা চালানো (শেখ হাসিনা উচ্ছেদ আন্দোলনের সময়ে যা করা হয়েছিল), হিন্দুদের দোকানপাট লুটতরাজ করার মতো ঘটনা ঘটানোর পরিকল্পনা নিয়েছে।মূলত, অবৈধভাবে সীমান্ত টপকে মালদহ ও মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে ওই জঙ্গিরা। অনুষ্ঠানে পুলিশ বা প্রশাসন বাধা দিলে চরম নাশকতা চালানোর উদ্দেশ্য রয়েছে ওই জঙ্গিদের। ইতিমধ্যেই ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে (বিএসএফ) এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। ওই সতর্ক বার্তা পাওয়ার পরে সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে বিএসএফ। বাংলাদেশ সংলগ্ন জলপথ ও স্থলপথে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে।

বিজিবির এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'বাংলাদেশের রাজশাহীর জেলার উল্টোদিকে হচ্ছে মুর্শিদাবাদ। আন্তর্জাতিক সীমানা ১৪৩ কিলোমিটার। তার মধ্যে ৪৩ কিলোমিটার রয়েছে স্থলভূমি। বাকি ৮০ কিলোমিটার রয়েছে জলপথ। এপারে পদ্মা এবং ওপারে গঙ্গা। স্থলভূমিতে বেশিরভাগ জায়গায় নেই কাঁটাতারের বেড়া। কাঁটাতার বিহীন মুর্শিদাবাদের চর কাকমারী সীমান্ত ও শিবগঞ্জ। এখান থেকেই মূলত জঙ্গি ও চোরাকারবারীরা অতি সহজেই যাতায়াত করে থাকেন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরে সীমান্তে হাই অ্যালার্ট জারি হওয়ার কারণে নিরাপত্তা বাড়িয়েছিল বিএসএফ। তবে ইদানিং তাতে খানিকটা শৈথিল্য দেখা গিয়েছে। আর সেই সুযোগ নিচ্ছেন চোরাকারবারীরা।'

সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের খবর পাওয়ার পরেই সক্রিয় হয়েছে রাজশাহী ও চাঁপাই নবাবগঞ্জের জামায়াতে ইসলামী নেতারা। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বাবরি মসজিদ স্থাপনের জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুর্শিদাবাদে থাকা তিনটি সংখ্যালঘু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী) নূরুল ইসলাম বুলবুল ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের জামায়াতের প্রাক্তন সংসদ সদস্য অধ্যাপক লতিফুর রহমান।। গোরু ও সোনা চোরাকারবারীদের মাধ্যমে ওই অর্থ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত ২৫ অক্টোবর রাজশাহী ও পরের দিন চাঁপাইনবাবগঞ্জ-সহ ভারতীয় সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন কুখ্যাত পাকিস্তানি জঙ্গি হাফিজ সাইদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইবতিসাম ইলাহি জাহির। পাকিস্তানের মারকাজি জমিয়ত আহল-ই-হাদিয়াতের সাধারণ সম্পাদক জাহিরের সঙ্গী ছিলেন আবদুর রহিম বিন আবদুর রাজ্জাক। যিনি আল জামিয়া আস-সালিফার সদস্য। এই সংস্থাটি একটি ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র। চাঁপাইনবাবগঞ্জের সীমান্ত এলাকায় স্থানীয় মসজিদগুলির ইমামদের সঙ্গে আলোচনা করেন জাহির। ভারতকে শিক্ষা দিতে মাদ্রাসা পড়ুয়াদের নিয়ে জঙ্গি প্রশিক্ষণ শুরুর নির্দেশ দেন। পরে একটি সভায় উসকানিমূলক ভাষণ দিয়ে ইসলামের জন্য সকলকে কুরবানি দিতে তৈরি থাকার নির্দেশ দেন। তরুণ প্রজন্মকে ধর্মের জন্য কুরবানি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন।

(২ পাতার পর)

ইন্ডিগো বিমান পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়া নিয়ে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু'র বিবৃতি

তাঁরা যাতে অনলাইনে ঘরে বসেও বিমান চলাচল সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট তথ্য পেতে পারেন, তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিমান বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে বিমান ভাড়া পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে যাত্রীদের তরফে অনুরোধেরও প্রয়োজন হবে না। যেসব যাত্রী দীর্ঘ সময় ধরে আটকে রয়েছেন, তাঁদের হোটেলে থাকার বন্দোবস্ত এয়ারলাইন্স-গুলিকেই করতে হবে।

বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে – প্রবীণ নাগরিক ও অন্যভাবে সক্ষমদের জন্য। তাঁদের লাউঞ্জের সুযোগ দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে, তাঁদের বিমানযাত্রা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হতে পারে, তার সম্ভাব্য পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। এছাড়াও, বিলম্বিত বিমানের জন্য যাত্রীদের জলযোগ ও অন্য পরিষেবাও দিতে হবে।

অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক ২৪ ঘন্টা পরিস্থিতি নজরদারীর জন্য এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয়মূলক ব্যবস্থা নিতে কন্ট্রোলরুম খুলেছে। এর নম্বরগুলি হ'ল - 011-24610843, 011-24693963, 096503-91859।

এই বিঘ্ন ঘটার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে সরকার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ইন্ডিগো'তে কি কারণে এই বিঘ্ন ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হবে। সেইসঙ্গে, দোষীদের শনাক্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভবিষ্যতে যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে এবং যাত্রীদের যাতে আর অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, সেজন্য কী কী ব্যবস্থা জরুরি, কমিটি তার প্রয়োজনীয় প্রস্তাব দেবে।

বিমান যাত্রীদের অসুবিধা নিরসনে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ সজাগ রয়েছে। এয়ারলাইন্স এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। ডিজিসিএ যে নিয়ম জারি করেছিল, তা শিথিল করার পাশাপাশি, অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। যাত্রী সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান সুনিশ্চিত রাখাই ভারত সরকারের অগ্রাধিকার।

সিনেমার খবর

রণবীর সিং-ই হচ্ছেন নতুন ডন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বেশ কয়েক মাস ধরে 'ডন ৩' নির্মাণ নিয়ে আলোচনা চলছিল। সিনেমাটির পরিচালক ফারহান আখতার অবশেষে নতুন করে মুখে খুলেছেন। তিনি জানান, নতুন ডনে মূল চরিত্রে দেখা যাবে রণবীর সিংকেই। আগামী বছরে ছবির শুটিং শুরু হবে।

সিনেমাটির পরিচালক ফারহান আখতার ফিল্মফেয়ারের এক সাক্ষাৎকারে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমরা আগামী বছর সিনেমাটির শুটিং শুরু করব। এটাই সম্ভবত সবচেয়ে বড় আপডেট যা আমি আপনাদের দিতে পারি।

পরিচালকের এমন তথ্যের পর বহুল প্রতীক্ষিত ছবিটি আবার ট্র্যাকে ফিরে এসেছে এবং জনপ্রিয় ডন ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রতি দর্শকদের আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

ফারহান আখতার তার নতুন মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা '১২০ বাহাদুর'-এর প্রচারের ব্যস্ত সময় পার করছে। এই যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রটি ২১ নভেম্বর মুক্তি পেয়েছে। ভারত-চীন যুদ্ধ ১৯৬২ ও মেজর শাইতান সিং ভাটির বাস্তব কাহিনীভিত্তিক সিনেমা এটি। সিনেমাটি ইতিমধ্যেই দর্শক ও সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

'ডন ৩' নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গুঞ্জন চলছিল যে সিনেমাটি সম্ভবত বাতিল হয়েছে। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির পরবর্তী অংশের ঘোষণা ২০২৩ সালের আগস্টে আসে। এরপর থেকেই বিষয়টি আলোচনায় ছিল। ফারহানের নিশ্চিতকরণ প্রমাণ করে যে প্রজেক্টটি আসছে।

নতুন অংশটি ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য একটি নতুন অধ্যায় সূচিত করবে। রণবীর সিং ডনের চরিত্রে অভিনয় করবেন। পূর্বে শাহরুখ খান ২০০৬ সালের 'ডন' ও ২০১১ সালের 'ডন ২'-এ করেছেন। শাহরুখের অভিনয় এখনও ভক্তদের কাছে জনপ্রিয়। তারও আগে 'ডন' ফ্র্যাঞ্চাইজিতে অমিতাভ বচ্চন অভিনয় করেছেন। তাই রণবীরের অভিনয় কতোটা জমজমাট হবে সে নিয়ে আলোচনা চলছে।

অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান হয়ে শেষে ডন এসে পড়ল রণবীরের কাঁধে। মুনিয়া ও আলফার পর এবার ডন ফ্র্যাঞ্চাইজিতে রণবীরের বিপরীতে অভিনয় করবেন শর্বরী।

১৩০০ প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে রণবীর সিংয়ের নায়িকা হন সারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আদিত্য ধর পরিচালিত নতুন চলচ্চিত্র 'ধুরন্ধর' এর ট্রেলার প্রকাশের পর থেকেই চলছে তুমুল আলোচনা। শুধু ট্রেলার নয়, বিশেষ নজর কেড়েছেন ছবির নায়িকা সারা অর্জুন। কয়েকদিন আগেও যাকে অনেকেই চিনতেন না, ট্রেলার প্রকাশের পর তিনি এখন চলচ্চিত্র দুনিয়ার নতুন মুখ হিসেবে সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু।

ট্রেলার উন্মোচন অনুষ্ঠানে পরিচালক আদিত্য ধর জানান, সারা অর্জুনকে নায়িকার চরিত্রে নেওয়ার পথে কতটা কঠিন সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাদের। তিনি বলেন,'মুকেশ ছাবরা প্রায় ১ হাজার ৩০০টি অডিশন নেন। অসংখ্য প্রতিযোগীর মধ্য থেকে সারা অর্জুনই শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হয়। সে অসাধারণ সবার মধ্যে সেরা।'

২০০৫ সালের ১৮ জুন জন্ম নেওয়া সারা অর্জুন হলেন অভিনেতা রাজ অর্জুনের মেয়ে। মাত্র ১৮ মাস বয়সে অভিনয়জগতে পা রাখেন তিনি টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি হয়ে ওঠেন দেশের অন্যতম পরিচিত শিশুশিল্পী। এ সময় শতাধিক বিজ্ঞাপনে কাজ করেছেন সারা।

ছোটবেলা থেকেই ক্যামেরার সামনে বেড়ে ওঠায় তার অভিনয় দক্ষতা দ্রুত বিকশিত হয়। মাত্র ছয় বছর বয়সে তামিল ছবি 'দেবিয়া থিরুমাগাল'-এ চিয়ান বিক্রমের সঙ্গে অভিনয় করে বড় ব্রেক পান তিনি। শিশুশিল্পী হিসেবে ওই ছবিতে তার অভিনয় বহুল প্রশংসিত হয়। পরে তিনি তামিল, তেলেগু ও হিন্দি, তিন ভাষারই একাধিক চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে-'শিবাম', 'পন্নিইন সেলভান' ১ ও ২, 'এক থি ডয়েন' প্রভৃতি।

ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে সারা অর্জুনকে প্রশংসায় ভাসান চলচ্চিত্রের সহ-অভিনেতা রণবীর সিং। তিনি বলেন,ছবিতে সারা দারুণ চরিত্রে অভিনয় করেছে। বয়স কম হলেও প্রভাবশালী চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছে।

হেনস্তার জন্য কখনো নিজের সাজপোশাককে দোষ দেবেন না: ঐশ্বরিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নারীদের হেনস্তার বিপরীতে অনেকেই তাদের সাজপোশাককে দাঁড় করান। এবার বিষয়টি নিয়ে সরব হলেন বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই। জানালেন, আপস নয়, দরকার ঘুরে দাঁড়াবার।

সম্প্রতি একটি প্রসাধনী পণ্যের বিজ্ঞাপনী দূত হিসেবে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন সাবেক এই বিশ্বসুন্দরী। সেখানেই তাকে প্রশ্ন করা হয়, রাস্তাঘাটে কীভাবে হেনস্তার মোকাবিলা করবেন মেয়েরা?

তৎক্ষণাৎ পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দেন ঐশ্বরিয়া, ভাবছেন অপর প্রান্তের মানুষটির চোখের দিকে না তাকালেই পার পেয়ে যাবেন? তাহলে বলি, একদম নয়। মোকাবিলা করতে হেনস্তাকারীর চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে শিখুন। মাথা উঁচু করে হাঁটুন।

তার কথায়, আমার শরীর, আমার সম্পদ—ভাবতে শিখুন। নিজের মূল্যের সঙ্গে কখনো আপস করবেন না। নিজেকে নিয়ে কখনো দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগবেন না। আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন। দরকারে নিজের জন্য নিজে উঠে দাঁড়িয়ে লড়ুন। কিন্তু কখনো নিজের সাজপোশাক কিংবা লিপস্টিক শেডের দোষ দেবেন না। মনে রাখবেন, রাস্তাঘাটে হেনস্তার শিকার হলে সেটা কখনোই আপনার দোষ নয়।

মাসখানেক আগে শারীরিক গড়ন নিয়ে নিজেও সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষের শিকার হয়েছিলেন ঐশ্বরিয়া। বিশেষ করে, অভিনেত্রীর ওজন বাড়া নিয়ে বিস্তর কাটাছেঁড়া হয়েছিল নেটপাড়ায়।

দুই মাস পর দলে ফিরলেন হার্দিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চোটের কারণে দুই মাস দলের বাইরে ছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। চোট সেরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে ফিরলেন তিন। কলকাতা টেস্টে ঘাড়ের চোটে মাঝপথে বাদ পড়ে যাওয়া টেস্ট অধিনায়ক শুভমান গিলও আছেন স্কোয়াডে।

তবে তার খেলা নির্ভর করবে বিসিসিআইয়ের ফিটনেস টিমের অনুমতির ওপর। আগামী ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। যথারীতি ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

দলে জায়গা হয়নি রিঙ্কি সিং ও নিতিশ কুমার রেড্ডির। সম্প্রতি দুজনই অস্ট্রেলিয়ায় টি-টোয়েন্টি সিরিজে ছিলেন। সেই সিরিজের

স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন কেবল এ দুজনই।

সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফিতে গত মঙ্গলবার পান্ডিয়া বারোদার হয়ে বল হাতে ৫২ রান খরচায় ১ উইকেট শিকারের পাশাপাশি ব্যাট হাতে খেলেন ৪২ রানে ৭৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস। যা তাকে আবারও স্কোয়াডে ফিরিয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া সফরে ব্যাটিং করার সুযোগ পাননি রিঙ্কু। শুধুমাত্র সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে একাদশে ছিলেন তিনি। তবে বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয় ৪.৫ ওভারেই। সেই সিরিজে কোনো সুযোগ পাননি রেড্ডি। হার্দিক ফিট হয়ে ওঠায় বাদ পড়তে হলো তাকে।

গিল যদি পুরোপুরি সেরে না ওঠেন তবে তার জায়গায় ওপেনিংয়ে দেখা যেতে পারে সঞ্জু স্যামসনকে। জুটি বাধবেন অভিষেক শর্মার সঙ্গে। দ্বিতীয় উইকেটকিপার হিসেবে দলে আছেন জিতেশ শর্মা।

পেস বোলারদের লাইনআপকে নেতৃত্ব দেবেন জাসপ্রিত বুমরাহ। তার সঙ্গী হিসেবে থাকবেন অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিভম দুবে, স্পিনার হিসেবে থাকছেন বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদিপ যাদব।

অলরাউন্ডারদের তালিকায় অক্ষর প্যাটেল ও ওয়াশিংটন সুন্দর।

সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমান গিল (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিভম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), জাসপ্রিত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী, অর্শদীপ সিং, কুলদিপ যাদব, হর্ষিত রানা, ওয়াশিংটন সুন্দর।

দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে সিরিজ হার, গৌতম গম্ভীরের পাশে গাভাস্কার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ০-২ ব্যবধানে হারের পর ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছে। তবে তার পাশে দাঁড়িয়েছেন সুনীল গাভাস্কার। ভারতের সাবেক অধিনায়ক পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন গম্ভীরের সমালোচকদের উদ্দেশ্যে।

বুধবার গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টেস্টে ৪০৮ রানের ব্যবধানে ভারতের হারের পরই ঘরের মাঠে সিরিজ খোয়ায় ভারত। গত ১৩ মাসে এটি ছিল ভারতের দ্বিতীয় হোম সিরিজ হার। এই লজ্জাজনক হারের পর থেকেই কোচ গম্ভীরকে নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সমর্থক থেকে বিশেষজ্ঞ সকলেই। এমনকি স্টেডিয়ামে দর্শকদের একটি অংশকে গৌতম গম্ভীর হায় হায় স্লোগান দিতেও শোনা যায়।

তবে এই সব সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গাভাস্কার বলেন, যখন ভারতের দল গম্ভীরের অধীনে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং এশিয়া কাপের মতো বড় টুর্নামেন্ট জেতে, তখন সমালোচকরা তার প্রশংসা করেননি। সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, তিনি একজন কোচ মাত্র। কোচ কেবল একটি দলকে প্রস্তুত করতে পারেন। কোচ তার অভিজ্ঞতা দিয়ে পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু মাঠের মধ্যে পারফর্ম করতে হয় খেলোয়াড়দেরই। যারা এখন কোচকে জবাবদিহি করতে বলছেন, আমার পাল্টা প্রশ্ন হলো, ভারত যখন তার অধীনে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল, তখন আপনারা কী করেছিলেন? যখন এশিয়া কাপ জিতেছিল, তখন আপনারা কী বলেছিলেন?

কিংবদন্তি এই ভারতীয় ব্যাটার আরও যোগ করেন, আপনারা তখন তো বলেননি যে তার চুক্তি বাড়িয়ে দেওয়া উচিত, এমনকি একদিনের ও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের জন্য তাকে আজীবনের চুক্তি দেওয়া উচিত। আপনারা তখন কিছু বলেননি। দল ভালো না খেললেই কেবল কোচের দিকে তাকানো হয়।

গাভাস্কার আরও মত দেন যে, গম্ভীরের পক্ষে ভারতের তিনটি ফরম্যাটেই প্রধান কোচ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালামের উদাহরণও দেন। তিনি বলেন, আপনি তাকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং এশিয়া কাপ জয়ের জন্য কৃতিত্ব দিতে প্রস্তুত নন, তাহলে মাঠের ২২ গজে দলের পারফর্ম না করার জন্য কেন তাঁকে দোষ দিচ্ছেন? কেন আপনারা তাকে দায়ী করছেন?

ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের পথে হাঁটছে নিউজিল্যান্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিউজিল্যান্ডে ব্যক্তি মালিকানায় ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চালু হতে যাচ্ছে। এনজেড টুয়েন্টি২০ নামে প্রতিযোগিতা ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে শুরুর পরিকল্পনা করছেন তারা।

প্রাথমিকভাবে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) অনুরূপ মডেলে টুর্নামেন্টটি পরিচালিত হবে বলে আশা করছেন তারা। এর অনুমোদন দিবে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড। যদিও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকবে ফ্র্যাঞ্চাইজির এর হাতে। মোট ৬টি ফ্র্যাঞ্চাইজি রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। যদিও নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড এ নিয়ে এখনও কিছু জানায়নি।

নিউজিল্যান্ডে বর্তমানে সুপার স্ম্যাশ নামে ঘরোয়া টি-২০ টুর্নামেন্ট চালু আছে। এই টুর্নামেন্টে অকল্যান্ড অ্যাসেস, ক্যান্টারবেরি কিংস, সেন্ট্রাল স্ট্যাগস, নর্দার্ন ব্রেভ, ওটাগো ভলটস ও ওয়েলিংটন ফায়ারবার্ডস।

এনজেড টুয়েন্টি২০ এর প্রকল্পের সাথে জড়িত কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন লাইসেন্স নিশ্চিত হলে, তারা ঘরোয়াভাবে চালু হলে সুপার স্ম্যাশকে

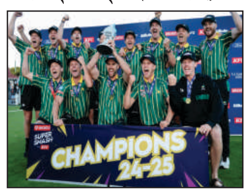

প্রতিস্থাপন করবে।

এনজেড টুয়েন্টি২০ এর প্রতিষ্ঠা কমিটির প্রধান ডন ম্যাককিনন বলেন, এই ধারণাটি নিউজিল্যান্ডের সাবেক খেলোয়াড়দের একটি দল থেকে এসেছে, যার মধ্যে স্টিফেন ফ্লেমিংও ছিলেন। এরপর তারা ফ্র্যাঞ্চাইজি-ভিত্তিক লীগে আগ্রহ যাচাই করার জন্য নিউজিল্যান্ড প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (এনজেডপিএ) এর সাথে যোগাযোগ করে।

ম্যাককিনন উল্লেখ করেন, সুপার স্ম্যাশ ক্রমবর্ধমানভাবে একটি উন্নয়নমূলক প্রতিযোগিতা হিসেবে কাজ করছে এবং ভক্তদের আগ্রহ অর্জনের জন্য লড়াই করছে। তিনি বিশ্বাস করেন, বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে এনজেড ঘরোয়া ক্রিকেটকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR